যুগান্তর

তারিখ 01 JUN 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

বগুড়ায় অধ্যক্ষকে পেটালেন সাবেক ইউপি সদস্য

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ার সোনাতলায় হাবিবুর রহমান রায়হান নামে একজন অধ্যক্ষকে অফিস কক্ষে ঢুকে পেটালেন সাবেক ইউপি সদস্য আবদুল বারী। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার নন-এমপিওভুক্ত দিগদাইড় ইউনিহেলফ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করেছেন। তবে সাবেক ইউপি সদস্য মারধর করার কথা অস্বীকার করে বলেছেন, পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে দু'জনের মধ্যে সামান্য ধাক্কাধাক্কি হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান রায়হান প্রায় দু'বছর আগে প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করার জন্য দিগদাইড় ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য আবদুল বারীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার ইট কেনেন। অধ্যক্ষ জানান, ইট ক্রয়ের সময় ৪ হাজার টাকা বকেয়া থাকলেও পরে বারী তা মাফ করে দেন। মঙ্গলবার সকালে বারী হঠাৎ ফোনে তার কাছে ওই টাকা দাবি করেন। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। বেলা সাড়ে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

বগুড়ায় অধ্যক্ষকে পেটালেন সাবেক ইউপি সদস্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১২টার দিকে বারী লোকজন নিয়ে কলেজে আসেন। অফিস কক্ষে ঢুকে অধ্যক্ষকে গালিগালাজ করে মারধর করেন। পরে তাকে টেনেহিঁচড়ে অফিস থেকে বের করে আনেন। এ সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এসে তাকে রক্ষা করেন। পরে অধ্যক্ষকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করেছে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, এ মারধরের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা পাঠদান করবেন না।

সাবেক ইউপি সদস্য আবদুল বারী সাংবাদিকদের জানান, পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে দু'জনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। তিনি অধ্যক্ষকে মারধরের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আহসান হাবীব ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান জানান, তাদের বিষয়টি অবহিত করা হয়নি। তদন্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তারা।